(31 EPISODE) BIO DIVERSITY CONSERVATION

সায়েন্স কমিউনিকেটর ফোরাম এর পক্ষে চন্দ্রানী চক্রবর্তী (বন্দ্যোপাধ্যায়)

চরিত্র

বসুধার মা : (বয়স -৫০) (ব্যাক্তিত্বপূর্ন বয়স্ক মহিলার গলা)

বসুধার দাদা : (বয়স-২৫) (মজাদার ছেলেদের গলা)

বসুধা : (বয়স- ১৯) (সুরেলা , মিষ্ঠি গলা)

সৌজন্য : (বয়স- ১৯) (ছেলে ভারী গলা)

আলেখ্য : (বয়স- ১৯) (ছেলেদের গলা)

আর্ষভ : (বয়স- ১৯) (ছেলেদের গলা)

আমোদ : (বয়স- ১৯) (ছেলেদের গলা)

ঋদ্ধিমা : (বয়স- ১৯) (মেয়েদের গলা)

সংহিতা : (বয়স- ১৯) (মেয়েদের গলা)

অয়ন্তিকা : (বয়স- ১৯) (মেয়েদের গলা)
রত্নাদি : (বয়স-৫৬) (বয়স্ক মহিলার গলা)

আভাদি : (বয়স-৫৪) (বয়স্ক মহিলার গলা)

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : (বয়স-৩৮) (সুরেলা অথচ ব্যাক্তিত্বময় গলা)

অন্তরীপ বাবু : (বয়স-৪৪) (গম্ভীর পুরুষের গলা)

হিরু : (বয়স-৪৯) (একটু সরু ছেলেদের গলা)

তিলক : (বয়স- ১৯) (ছেলেদের গলা)

প্রথম দৃশ্য

বসুধা : আকাশ ভরা সূর্য তারা .....
বিশ্ব ভরা প্রাণ ..... **(গান)**

বসুধার মা : কি ব্যাপার সুধা , আজ যে একেবারে রবীন্দ্র সংঙ্গীত ! এ যে ভূতের মুখে রাম নাম !
বাসুধা : উ ! মা ! আজ আমি খুব এক্সাইটেড ! দারুন মজা হয়েছে কলেজে।

বসুধার দাদা : তোদের তো সব সব সময়ই মজা ! পড়াশোনাটাই শুধু সাজা !

বসুধা : দাদাভাই !! ভালো হবে না বলছি। তুই নিজের চরকায় তেল দে । একটা চাকরি পেয়ে নিজেকে হনু মনে করছে !
দাদা : বৎসে ! যার তেল দেবার স্বভাব সে কি আর

চরকার বিচার করে ? নিজের , পরের সব চরকারতেই তেল দেয়।

বসুধার মা : উ! তোদের ঝগড়া থামা তো ।আর তোর এত এক্সাইটমেন্টের কারন টা কি শুনি ! আমার স্কুল আছে যদি বলার হয় তাহলে তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।

বাসুধা : আরে শোনোই না! শুনলে তুমি চমকে যবে ! আমাদের ফার্স্ট ইয়ারেই একটা এক্সাকারশনের ব্যবস্থা হয়েছে। নেক্সট উইক আমরা যাচ্ছি বকখালি ! মানে স্টাডি এরিয়া সুন্দরবন!

বসুধার মা : কি ! বলা নেই কত্তয়া নেই সুন্দরবন !তোমার বাবাকে আগে বলি ! তিনি কি বলেন দেখি ।

বসুধার দাদা :হ্যাঁ, হেড অফিসের পারমিশন ছাড়া নট নড়ন চড়ন। সুন্দরবন কেন ; কচুবনেও যাত্তয়া যাবে না।

বাসুধা : দাদা ভাই !! ভালো হবে না বলছি , (নাকি সুরে কেঁদে) শোনো মা এক্সাকারশনে যেতে দেবে না তো জিত্তগ্রাফি নিয়ে পড়তে বললে কেন? বাবা কে রাজি করার

সব দায়িত্ব তোমার ! ! আমি কোথথাও যাই না ।
সুন্দরবনে যাবই ! !

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলেজের জিওগ্রাফি ফার্স্ট ইয়ারেই ছাত্র-ছাত্রীরা ওদের ম্যাডাম শ্রেষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায় ,স্যার - অন্তরীপ বসু , অন্যান্য ম্যাডাম(বয়স্ক) রত্নাদি , আভাদি - সুন্দরবনে এসেছে।

ঋদ্ধিমা : এই আলেখ্য দেখ , দেখ, এটা সুন্দরী গাছ না।

আলেখ্য : ও !!ঋদ্ধি তুই সারা সুন্দর বন জুড়ে শুধু সুন্দরী গাছই দেখছিস!! এই গাছের , শ্বাসমূল , ঠেসমূল আছে ?

ঋদ্ধিমা : না! তবে এটা কি গাছরে?
আলেখ্য : ওটা এক ধরনের ওল গাছ।

আর্ষভ : হ্যালো ফ্রন্ডস আজ আমরা ম্যানগ্রোভস দেখতে যাব!

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : হিরু ভাই সবাইকে গরম, গরম ফিসফ্রাই আর কফি দিয়ে দাও । রত্নাদি ,আভাদি আপনারা সবাই খাবেন তো ?

রত্নাদি : হ্যাঁ, খাবতো নিশ্চয়ই । খুব হেঁটেছি বাবা !বড্ড খিদে পেয়েছে ।

আভাদি : তবে খেতে খেতে তোর কাছে একটু সুন্দরবনের গল্প শুনব ।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : বেড়াতে এসে ঘরে বসে গল্প নয়। ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে ঘুরতে ঘুরতেই গল্প হবে। বসুধা , ঋদ্ধিমা , আর্ষভ, আমোদ তোমার সবাই প্যাক-আপ করো । এখন আমাদের গন্তব্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট।

চতুর্থ দৃশ্য (নেপথ্যে - পাখির ডাক)

অন্তরীপ বাবু : বা! বেশ রোমঞ্চকর পরিবেশ । বেশ একটা থ্রিল আছে। রত্নাদি আমার কেমন যেন ছোটবেলায় বাবার সঙ্গেঁ দেখা বরিশালের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : সেটাই তো স্বাভাবিক আসলে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিন আর বাংলাদেশের দক্ষিন দিক জুড়ে গঙ্গাঁ নদীর মোহনায় তৈরী হয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ । আর সেখানে গড়ে উঠেছে এক ম্যানগ্রোভ অরন্য - আমদের সুন্দরবন !

আচ্ছা আর্ষভ বলতে পারবে এই অঞ্চলের নাম সুন্দর বন হল কেন ?

তিলক : ম্যাডাম সুন্দরী গাছের প্রাধান্যের জন্য!

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : হ্যাঁ, এটা একটা কারন । তবে অনেক বলে থাকেন সমুদ্রবন থেকেও নাকি এর নাম হয়েছে সুন্দর বন। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলা আর বাংলাদেশের বরিশালের দক্ষিন দিক জুড়েই এর অবস্থান । আয়তন প্রায় ১৪,৬০০কিমি ।তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪২৬৬ কি.মি অর্থ্যাৎ এক তৃতিয়াংশ বনভূমি মন্যাগ্রোভের অর্ন্তগত ।

বাসুধা : কিন্তু ম্যাম এই অরন্যের জৈব বৈচিত্র্য তো আজ বিপন্ন।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ , শুধু এই অরন্যের নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের উন্নয়নের ঠেলায় জীব বৈচিত্র্যের সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

অয়ন্তিকা : (ছুটতে ছুটতে) সুধা , ঋদ্ধিমা , তিলক , এদিকটায় দেখে যা কত পাখি , আর কি সুন্দর রঙীন প্রজাপতি

সবাই মিলে : কোথায় , কোথায় , চল চল দেখি ।
(নেপথ্যে - বৌ কথা কও পাখির ডাক)

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : কি ব্যাপার আলেখ্য , আর্ষভ তোমরা ও দিকে গেলে না ?

আলেখ্য : না , ম্যাম আপনার সাথে একটু হাঁটবো । ম্যাম সে দিন একটা জ্যার্নালে পড়ছিলাম সারা ভারতে মোট ছয়টি এলাকাকে জীব ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে ঘোষোনা করা হয়েছে। তার মধ্যে সুন্দরবন নাকি একটা !

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : হ্যাঁ , ঠিক তাই ।সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী , গাছ পালা বাচাঁবার জন্য ভারত সরকার সুন্দরবনকে বিশেষ জীব ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে ঘোষনা করেছেন ।

আর্ষভ : কিন্তু ম্যাম সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা আর আগের মতো নেই । সে দিন নেটে দেখছিলাম নাইন টিনথ সেনচুরিতে যে পরিমান বাঘ সুন্দরবনে ছিলো তা এখন তলানি তে ঠেকেছে । গত সত্তর বছরে বাঘের সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় ১৩৫ - এ নেমে আসে ।

আলেখ্য : ম্যাম আমার দাদু এক সময় সুন্দরবনের একটা হসপিটালে চাকরি করতেন , দাদু গল্প করে ছিলেন সেখানে নাকি বাঘের সঙ্গেঁ লড়াই করে আহত রুগিরা প্রায় আসতো ।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : ঠিকই । আসলে বন জঙ্গল কেটে তৈরি হচ্ছে রাস্তা । শহুরে উন্নয়নের হাওয়া লেগেছে এই ব-দ্বীপ ভূমিতে । তাই বাঘেরো যাচ্ছে হারিয়ে ।

আর্ষভ : আসলে ম্যাম আমরা ভুলে গেছি যে বাঘ খাদ্য পিরামিডের একদম শীর্ষে আছে । বাঘের খাবার হরিণ ,

শুয়োর , বাঁদর , এমন কি জলের কুমীর কেও রক্ষা করতে হবে ।

আলেখ্য :আর এই সব হরিণ , শুয়োর, বাঁদেরদের খাবারের জন্য দরকার অনেক গাছ । বিস্তীণ বনভূমি।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : ঠিক বলেছো । আর সুন্দরবন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ বনভূমি বলতে লবনাম্বু উদ্ভিদ - মানে ম্যানগ্রোভ; ঘাস ,বাঁশ। এই সব গাছপালার সংরক্ষন প্রয়োজন। কিন্তু আর সবাই গেল কোথায় ? আমরা গল্প করতে করতে সমুদ্রের কাছাকাছি চলে এসেছি।

আলেখ্য : ঐ তো ম্যাম বসুধা , ঋদ্ধিমা , আমোদ , অয়ন্তিকা ,সৌজন্য-রা আসছে।

আর্ষভ : হ্যাঁ,হ্যাঁ অন্তরীপ বাবু , রত্নাদি ,আভাদিও আছেন।
শ্রেষ্ঠা ম্যাম : ওদের এদিকে ডাকো।

আর্ষভ : এই আমোদ , বসুধা এদিকে আয় ! স্যার এদিকে আসুন ।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : একি অন্তরীপ বাবু , আপনার হাতে ও গুলো কি ?

অন্তরীপ বাবু : আর বলবেন না ম্যাডাম । উঃ ! ধন্য আপনার জিওগ্রাফির স্টুডেন্টরা ! আর মেয়ে গুলো কম ডান পিঠে ! লাল কাকঁড়া গুলো ধরে এই কৌটয় ভরে নিল ।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : না না , এটা একদম ঠিক করো নি তোমরা । ছি ছি ! তোমাদের বাবা মায়ের কোল থেকে , চেনা পরিবেশ থেকে যদি কেউ তোমাদের জোড় করে তুলে নিয়ে আসে সেটা কি তোমাদের ভালো লাগবে ? যাও ছেড়ে দিয়ে এস ওদের !

আমোদ : হুঁ! তখনই বলে ছিলাম জৈববৈচিত্রের ওপর ফিল্ড রিপোট বানাতে এসে তোরাই তো সব বৈচিত্র্য হীন করে দিচ্ছিস । আরে জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষন করাই আমাদের কাজ ! তবেই আমরাও ভালো ভাবে বাচঁতে পারব ।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম :একদম ঠিক বলেছ আমোদ । জৈববৈচিত্রের সংরক্ষন আজ বড় প্রয়োজন । সারা পৃথিবী জুড়েই প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাচ্ছে কয়েকশ উদ্ভিদ ,প্রাণী ।যাদের অনেকের সঙ্গেই আমাদের একদিনের পরিচয়ও হলো না , মজার কথা কি জান , গোটা পৃথিবী জুড়ে প্রায় সাড়ে তিন লাখ গাছপালা আছে । কিন্তু আমরা সাধারন মানুষরা কটা গাছ চিনি?

আভা দি : সত্যি রে ! কিন্তু দেখ কিভাবে নির্বিচারে আমরা গাছ কেটে ফেলছি । পুকুর বুঁজিয়ে দিচ্ছি! এইতো আমার বাড়ির পাশের বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে দত্তদের বাগান ছিল। কত গাছ ছিল । অনেক গাছের নামও জানতাম না । জানিস একটা লিচু গাছে একটা বুলবুলি বাসা বেঁধেছিল। আমি বারান্দা থেকে প্রতিদিন দেখতাম ; মা পাখিটা কেমন করে বাসা সাজাচ্ছে তার হবু ছানাদের জন্য । সেদিন ভোরবেলায় খুব জোড়ে জোড়ে গাছের ডালপালা কাটার শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো ।তাড়াতাড়ি উঠে দেখি বাগানের সব গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে । লিচু গাছটাও বাদ যায়নি জানিস , এত কষ্ট হয়েছিল সেদিন ! এখনতো মস্ত বড় ফ্ল্যাট উঠেছে ওখানে । ফ্ল্যাট বাড়ির এসির গরমে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

অন্তরীপ বাবু : হুঁ!হুঁ! দিদি এর নামই উন্নয়ন ! দেখছেন না নতুন মডেলের কম্পিউটার , স্মার্ট ফোন , বাজারে এলেই পুরোনোটা বাতিল ! আরে পুরোনো ঐ আবর্জনার বিষ ফেলবি কোথায় ! সে চিন্তা কারুর আছে ! কারুর নেই ! শুধু নিজের সুখটা হলেই হল।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম :ঠিক তাই ; আসলে পৃথিবীর প্রত্যেকটা জীব তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে ।কিন্তু মানুষই বোধ হয় তার ব্যতিক্রম , শুধু নিজের সুখ , শান্তি , খ্যাতির কথা ভাবছে । আর তারই ফল আজকের এই জলবায়ু গত পরিবর্তন ; গ্লোবালওয়ার্মিং ! ২০৫০ সাল পযর্ন্ত যদি এই হারে দূষন চলতে থাকে , তাহলে মনুষ্যজাতির বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম ।

বসুধা : আচ্ছা ম্যাম পৃথিবীতে তো কিছু কিছু গাছ আছে যারা মাত্র কয়েক মাস বেঁচে থাকে ।নির্দিষ্ট সময়ে ফসল উপহার দেয়। তারপর মরে যায় ।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : হ্যাঁ ধান , গম, ভুট্টা গাছ তো একবার ফসল দিয়েই মরে যায় । কিন্তু কিছু কিছু গাছ আছে যারা প্রকৃতির নিয়মে বিলুপ্ত হয় না , মানুষই ওদের বিনাশ করে ।এদের বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ বলে । তোমাদের মধ্যে

কেউকি এরকম একটা বিপন্ন প্রজাতির গাছের নাম বলতে পারবে?

সংহিতা : হ্যাঁ ম্যাম , সর্পগন্ধা।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম :একদম ঠিক।

অন্তরীপ বাবু : বাবা শ্রেষ্টা, তোমার স্টুডেন্টরা তো জিনিয়াস ! কিন্তু বড্ড ক্ষিদে পেয়ে গেছে ভাই ! আরে ঐতো হিরু !! হিরু ভাই ! এদিকে ! দেখি কি আছে তোমার ভান্ডারে !

হিরু : আজ্ঞে ! গরম গরম বেগুনি আর চিংড়ির চপ!

অন্তরীপ বাবু : আ! দারুন সঙ্গে তোমার সেই ধনে পাতার চাটনিটা আছে তো !

হিরু : হে ! হে! স্যার ,সে আর বলতে ! গরম গরম কফি ও আছে । কিন্তু ওদিকের আকাশখানা একবার দেখুন কলো করে আসতেছে।

অন্তরীপ বাবু : হ্যাঁ চলো , চলো হোটেলে ফেরা যাক।

বসুধা , ঋদ্ধিমা , সংহিতা : স্যার সন্ধ্যে বেলায় কিন্তু সমুদ্রের ধারে ঘুরে আসবো । প্লিজ স্যার ,পিলজ !(আদুরে গলায়)

রত্নাদি : সে দেখা যাবে । আগে তো বাড়িতে পৌঁছাই ! একেবারে কালো করে আসছে।
অন্তরীপ বাবু : দিদি বাড়ি নয় , হোটেল।

রত্নাদি : ঐ হলো ! চল এখন তাড়াতাড়ি টোটোয় উঠি।

বসুধা , ঋদ্ধিমা , সংহিতা : (শ্রেষ্ঠা ম্যামকে উদ্দেশ্য করে) ম্যাম আমরা এখন আপনার সঙ্গে উঠব। ছেলেরা অনেক গল্প করেছে । এবার আমরা

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : (হেসে) ঠিক আছে ! ঠিক আছে !

ছেলেরা : আরে যা যা ! আমাদের স্যার আছেন। চলুন স্যার ।

পঞ্চম দৃশ্য (গাড়িতে)

বসুধা : ম্যাম সেদিন একজায়গায় পড়েছিলাম থানকুনি , বেতো , ব্রহ্মী , কলমি ,সজনে ,নোটে এই সমস্ত শাক পাতা গুলো নাকি হারিয়ে যাচ্ছে।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : হ্যাঁ এই সমস্ত ঔষধি শাকপাতা গুলো সত্যিই হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের পরিবেশ থেকে ।জানো আগে ছোটবেলায় পেটের গন্ডোগোল হলে আমরা ঠাকুমা থানকুনি পাতা বেটে নুন তেল দিয়ে মেখে গরম ভাতের সঙ্গে খাইয়ে দিত । পেটের অসুখ উধাও!

রত্নাদি : ছোটবেলায় হাত পা কেটে গেলে গাঁদা পাতা ভালো করে ধুয়ে তার রস কাটা জায়গায় লাগালেই দিব্যি সেরে যেত । আর এখন একটু কাটলে কত রকমে ইন্জেকশান! ওষুধ !

ঋদ্ধিমা : ম্যাম ঠাম্মার কাছে শুনেছি চাষের জমিতে যে সব আগছা জন্মায় তারা নাকি অনেক সময় গাছের বন্ধু হয়।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : হ্যাঁ , হয়ই তো , গবেষনায় দেখা গেছে অনেক অসুস্থ গাছ আগাছাদের সংস্পর্শে এসে সুস্থ হয়ে যায়। অনেক আগাছা আবার মাটির গভীরে শিকড় চালিয়ে খনিজের সন্ধান দেয় । অনেক সময় মাটিতে বেড়ে ওঠা আগাছাদের দেখে সেই মাটির প্রকৃতি বোঝা যায়।

বসুধা : হ্যাঁ ম্যাম! সেই জন্য তো কৃষিবিজ্ঞানীরা এদের সয়েল কেমিষ্ট বলেন ।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : বা ! সুন্দর বলেছ , জানতো ধানগাছের দুটো জলজ আগাছা জিজানিয়াঅ্যাকোয়াটিকা আর জিজানিয়া কাড়ুসিফোলিয়া , দুটোই ভিটামিনে ভরপুর।

রত্নাদি : জানিস শ্রেষ্ঠা সেবার ডুয়ার্স গিয়ে আমরা সর্পগন্ধা গাছের চাষ দেখেছি। ওখানকার লোকরা বলছিল সর্পগন্ধার ছাল থেকে নাকি হাইপ্রেশারের ঔষুধ তৈরি হয়।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : হ্যাঁ , রত্নাদি , ঠিকই বলছেন । সর্পগন্ধা মূলতঃ হিমালয়ের পাদদেশে মানে ডুয়ার্স অঞ্চলে , দক্ষিন ভারতে , সিংহল আর আন্দামানেই বেশি দেখা যেত ।

সর্পগন্ধার ছাল উচ্চরক্তচাপ কমায়, অনিদ্রা দূর করে , স্নায়ুর উত্তেজনা কমায়।

সংহিতা : ম্যাম একটা অন্য বিষয়ে কি এখানে প্রশ্ন করা যাবে?

ঋদ্ধিমা : বাব্বা! **সংহিতা** , তুই তো সোনারকেল্লার জটায়ু হয়ে গেলি !!(সকলে সমস্বরে হাসি)

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : (হেসে) কিন্তু আমি বাবা ফেলুদা হতে চাই না । বলো কি প্রশ্ন তোমার?

সংহিতা : আসলে আমার খুব জানতে হচ্ছে করে জৈববৈচিত্রেরর উপর পেটেন্টের কোন প্রভাব পড়েছে কি না ।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : বা ! খুব সুন্দর প্রশ্ন।

ঋদ্ধিমা : (হেসে) দেখিস সংহিতা , গর্বে যেভাবে ফুলে উঠছিস এর পর টোটোতে জায়গা হবে তো! (সবাই মিলে হাসে)

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : সাইলেন্ট !সাইলেন্ট ! সত্যিই সংহিতা খুব ভালো প্রশ্ন করেছে । ১৯৮০ সালে আমেরিকা পেটেন্ট নেওয়া শুরু করে । এই পেটেন্ট নেওয়া হয় নানা জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর ।পেটেন্টের অধিকারীরে ব্যবহার মূল্য না দিয়ে পেটেন্ট করা বীজ রাখা বা ব্যবহার করা যাবে না। পেটেন্ট করা ফসলের মুসকিল হল , এই ফসলের উৎপাদন যদি ভালো হয় তাহলে চাষী তার সাবেকি বীজ ফেলে ঐ বীজ কিনবে ।

সংহিতা : কিন্তু কোন কারনে ফসল যদি কম হয় !

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : হ্যাঁ , ওটাই তো সমস্যা , রোগ বা পোকার কারনে ফসল যদি অনেকটা কমে যায় , তখন কিন্তু চাষীর হাতে তার দেশী বীজটাও থাকবে না ।

বসুধা : হ্যাঁ ম্যাম , অনেকটা সবুজ বিপ্লবের মত ! সবুজ বিপ্লবের শুরুতে মনে হয়েছিল এটা কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাবে । ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় চরম উন্নতিব ঘটাবে । কিন্তু পরে দেখা গেল কৃষিতে পরিবর্তন এল

ঠিকই । কিন্তু সে পরিবর্তন পরিবেশ বান্ধব নয় । সবুজ বিপ্লব ভারতীয় কৃষিকে একেবারে নড়বড়ে করে দিয়ে গেল ।

ঋদ্ধিমা : দারুন বলেছিস বসুধা । সত্যি তুই যে এক সময় সায়েন্স সেমিনার , ডিবেট করাতিস বেশ বোঝা যাচ্ছে ।

সংহিতা : ম্যাম সেদিন এক জায়গায় পড়ছিলাম আগাছা থেকে ও ওষুধ তৈরীর চেষ্টা চলছে আর তাই নির্বিচারে আগাছা গুলো কেটে বিদেশে পাচার হচ্ছে ।

ঋদ্ধিমা : আচ্ছা ম্যাম , মায়ের কাছে শুনেছি , বৈদিক যুগে নাকি গাছ -গাছালি থেকে ওষুধ তৈরি হত ।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : হ্যাঁ হতোই তো ! ঋগ্বেদ আর অর্থববেদে গাছ -গাছালিদিয়ে চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে । তবে এখন পশ্চিমী ওষুধ কোম্পানী গুলো নিম ,হলুদ ,সর্পগন্ধা ,অর্জুন গাছ প্রচুর পরিমানে ভারত থেকে কিনে নিয়েছে ।

বসুধা : কিন্তু এ সব করে লাভ কী ওদের !

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : আসলে ওরা ভারতের ভেষজ গুণ সম্পন্ন বনৌষধি গাছপালরা পেটেন্ট নিতে চায় । এতেই সমস্যা বাড়ছে ।

ঋদ্ধিমা : ম্যাম শুধুতো উদ্ভিদ নয় , প্রাণীরও তো আজ বিপন্ন ।

সংহিতা : হ্যাঁ ম্যাম সেদিন নেটে দেখছিলাম ভারত থেকে হারিয়ে গেছে প্রায় ১০১ শ্রেনীর পাখি ,১৫ প্রকার সরিসৃপ এছাড়াও তিন ধরনের উভচর আর ২ ধরনের মাছ ।

রত্নাদি : বাব্বা তুই তো একেবারে কম্পিউটাররে । গড় গড় করে বলে গেলি ।(সকলে মিলে হাসি)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(সমুদ্রের ধারে সন্ধে বেলায় , জোয়ার আসছে ,তরঙ্গের আওয়াজ)

অন্তরীপ বাবু : এই ছেলে মেয়েরা সবাই কাছাকাছি থাকবে । বেশি দূরে যাবে না । জোয়ার আসছে ।

আলেখ্য : হ্যাঁ স্যার আমরা একসঙ্গেই আছি ।

তিলক : স্যার একটু লেবু চা হলে বেশ হত ।
অন্তরীপ বাবু : ঠিক আছে । বলে দাও সবার জন্য লেবু চা ।

বসুধা : স্যার দেখুন ছেলেরা সব চা খেয়ে সমুদ্রের দিকে গ্লাস গুলোছুড়ঁছে। ম্যাম পিলজ কিছু বলুন।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : আলেখ্য ,সৌজন্য , আর্ষভ , তিলক সবাইকে বলো চা এর কাপগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রাখতে। তোমারা জৈববৈচিত্রের উপর প্রোজেক্ট করতে এসেছো ভুলে গেলে নাকি !

আভা দি : ঠিকই তো আমাদের পরিবেশকে তো আমরাই রক্ষা করব । তবেই তো পৃথিবী আরো সুন্দর হবে । আর আমরাও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে গর্ব অনুভব করব ।

অন্তরীপ বাবু : বা ! দারুণ বল্লেন দিদি ! দারুণ !কিন্তু শ্রেষ্ঠা ম্যাডাম একবার ওদিকে তাকিয়ে দেখুন কি হচ্ছে !

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : একি! ওরা সমুদ্রের ধারে ওই ভাবে ফানুস ওড়াচ্ছে কেন ? ও গুলোতো সব সমুদ্রের জলে পড়বে । বাতাস ও তো দূষিত হচ্ছে ! ইস !প্লাস্টিক গুলো ও যেখানে সেখানে ফেলেছে । সব সমুদ্রের জলে গিয়ে মিশবে ।

অন্তরীপ বাবু : হুঁ! হুঁ! তাহলেই ভাবুন এর নাম ভারতবর্ষ ! আর এর নাম বাঙালী ! হজুকের জন্য এরা সব পারে ! আমরাই শুধু শুধু আমাদের বাচ্ছা গুলোকে বকাবকি করলাম!

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : নানা অন্তরীপ বাবু , এটা আপনি কি বলছেন ! ওরা দূষণ করছে বলে আমরাও করব ! ছি!ছি! আর শুনুন এখন আমরা চুপ করে বসেও থাকব না । আমাদের ছেলে মেয়েরা এবং আমরা গিয়ে এক্ষুনি এই সমুদ্র দূষণ বন্ধ করব ।

বসুধা ,ঋদ্ধিমা ,আলেখ্য, সংহিতা ,আর্ষভ : হ্যাঁ ম্যাম চলুন এইভাবে আমরা সমুদ্রকে দূষিত হতে দেব না !

সপ্তম দৃশ্য

(মেঘের গর্জন , বজ্রপাত , সমুদ্রের তরঙ্গের আওয়াজ)

আলেখ্য : দেখ জোড় ঝড় বৃষ্ঠি আসবে মনে হচ্ছে ।

সৌজন্য : হ্যাঁ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে তো বলাই হয়েছে , আজ ঝড়ের সম্ভাবনা আছে ।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম : বাবা !আকাশতো কালো করে আসছে । আরে বলতে বলতে বৃষ্টি নেমে এল যে ।

(ঝড়ের আওয়াজ, বজ্রপাত , সমুদ্রের আওয়াজ ,তার সঙ্গেঁ চাওয়ালার লেবু চা ডাক)

বসুধা , ঋদ্ধিমা , সংহিতা : ম্যাম বৃষ্টিতে সমুদ্র ফুলে উঠছে । দেখুন কি অপূর্ব লাগছে ।

শ্রেষ্ঠা ম্যাম :হ্যাঁ , কিন্তু বেশি দূরে যাবে না । এখানে চোরা বালি আছে । উ! বৃষ্টি তো বেড়েই চলেছে । ইস ভিজে যাচ্ছি ! চলো , সবাই ঐ বড় গাছগুলোর নীচে গিয়ে দাঁড়াই ।

আভা দি , রত্নাদি : হ্যাঁ ,হ্যাঁ তাই চলো , উ! ভিজে গিয়ে বড্ড শীত করছে রে ।
(সবাই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে লেবুচা খাচ্ছে , বৃষ্টির বেগ ক্রমশ বাড়ছে , সেই সঙ্গেঁ ঝড়ের আওয়াজ)

সৌজন্য : উ! ম্যাম , হোটেলে ফিরতে পারব তো ।

আলেখ্য : হ্যাঁ রে বাবা ! এক্ষুনি বৃষ্টি কেটে যাবে ।

বসুধা : আর যদি নাই ফিরতে পারি এই গাছ বন্ধুদের সঙ্গেঁ থেকে যাব । এরাই তো শেষ পর্যন্ত আমাদের আশ্রয় দিল ।

ঋদ্ধিমা : আর আমরা সকলে মিলে গান গাইব । চিৎকার করে বলবো ‘দাও ফিরে সে অরন্য লও হে নগর‘ ।

বসুধা ,সংহিতা শ্রেষ্ঠা ম্যাম : (গান গেয়ে উঠল**)(** আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা)

।।